



পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ

বাংলাদেশ: জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্র পরিসরের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

নির্বাহী সারাংশ (খসড়া)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্র পরিসরের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সিডিআরএসএসডব্লিউআরএমপি) হলো এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (আইএফএডি)-এর একটি যৌথ উদ্যোগ। প্রকল্পটি জাতীয় পানি নীতি অনুসারে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্দেশনায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের প্রকল্পভুক্ত জেলাগুলোর নির্বাচিত এলাকায় টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-সহনশীল কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করা। প্রকল্পটি বাংলাদেশ জুড়ে অবস্থিত ৪২টি জেলায় পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করবে। মানচিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, এই জেলাগুলো বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-এর অধীনে চিহ্নিত হটস্পটগুলোর সাথে সম্পর্কিত: বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ এলাকা, হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকা, উপকূলীয় অঞ্চল এবং নদী ব্যবস্থা ও মোহনা।

সিডিআরএসএসডব্লিউআরএমপি-এর লক্ষ্য হলো একটি ক্ষুদ্র পরিসরের, অংশগ্রহণমূলক জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতর এবং অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অংশকে সরাসরি উপকৃত করবে। এর ফলস্বরূপ ২২০,০০০ হেক্টর জুড়ে জলবায়ু-ও দুর্যোগ-সহনশীল কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি পাবে, যা শেষ পর্যন্ত প্রায় ৩৮০,০০০ পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। ফসলের ফলন, শস্য নিবিড়তা এবং কৃষকদের আয়ের উন্নতির মাধ্যমে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হবে। প্রকল্পটি তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত, যথা: (১) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণমূলক শাসন, (২) জলবায়ু-ও দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন এবং (৩) জীবিকা ও কৃষি-ব্যবসা উন্নয়ন।

এই প্রকল্পের জনবল সংগ্রহ কার্যক্রম ২০২৫ সালের জুন মাসে শুরু হয়েছে। ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত উপপ্রকল্পগুলোর অধীনে কোনো বাস্তব কাজ শুরু হয়নি। তবে, কাজ শুরু হলে তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশগত পরিকল্পনা, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাসহ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিডিআরএসএসডব্লিউআরএমপি বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), এশীয় উন্নয়ন

ব্যংক (এডিবি) এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (আইএফএডি) কর্তৃক নির্ধারিত পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত আবশ্যিকতাগুলোর যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এলজিইডি-র উপজেলা প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী (এক্সইএন) সহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সমুন্নত রাখতে হবে।

প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলোর লক্ষ্য হলো ৪২টি জেলায় জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি উন্নয়নকে উন্নত করা। এর মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে মিঠা পানি ধরে রাখতে এবং লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করতে পানি সংরক্ষণ কাঠামো নির্মাণ করা। পানির প্রাপ্যতা আরও উন্নত করার জন্য, নির্বাচিত খালগুলো পুনরায় খনন করা হবে এবং বিদ্যমান নিয়ন্ত্রকগুলোর পুনর্বাসন বা আধুনিকীকরণ করা হবে, যা বর্ষার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করবে এবং পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়াবে। এই পদক্ষেপগুলো রবি মৌসুমে নির্ভরযোগ্য সেচ নিশ্চিত করবে, যা ফসলের ধারাবাহিক উৎপাদনে সহায়তা করবে। সেচের কার্যকারিতা ও নমনীয়তা বাড়ানোর জন্য ভূগর্ভস্থ পাইপ ব্যবস্থা চালু করা হবে, যা কৃষকদের ফসলের বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করবে, বিশেষ করে প্রকল্প এলাকার ক্রমবর্ধমান শহুরে বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে। এছাড়াও, বকখালি রাবার বাঁধের পদক্ষেপগুলো পূর্ববর্তী রাবার বাঁধের স্থানের কাছে নির্মাণাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি গ্রহণ কেন্দ্রে একটি নির্ভরযোগ্য কাঁচা পানির সরবরাহ নিশ্চিত করবে। সেচ ছাড়াও, প্রকল্পটি স্থানীয় কৃষির প্রসার ঘটাবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, দারিদ্র্য কমাতে এবং পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। অধিকন্তু, উন্নত পানি পরিকাঠামো উপ-প্রকল্প এলাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী খালগুলোতে টেকসই মৎস্য চাষ উন্নয়নের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) সমীক্ষার ফলাফল: বাংলাদেশে জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্র পরিসরের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের (সিডিআরএসএসডব্লিউআরএমপি) (এডিবি প্রকল্প ৫৩২৩৭-০০১) পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) এবং প্রকল্প নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে, পরিবেশগত মূল্যায়নে প্রকল্পটিকে সাধারণভাবে উপকারী এবং এর প্রভাবগুলো ব্যবস্থাপনাযোগ্য ও স্থান-নির্দিষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পরিবর্তিত জলবায়ুতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র পরিসরের পানি অবকাঠামোর (নিকাশী, সেচ, পানি সংরক্ষণ) উন্নয়ন বা নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, পরিবেশের জন্য প্রকল্পটি 'রেড' ক্যাটাগরিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এই ইআইএ সমীক্ষায় নদী ব্যবস্থা ও মোহনাসহ উপকূলীয় অঞ্চল (১৭টি জেলা), বরেন্দ্র খরাপ্রবণ এলাকা (১৬টি জেলা) এবং হাওর আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকা (৯টি জেলা) বিবেচনা করে ৪২টি জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রধান পরিবেশগত প্রভাব সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

- ইতিবাচক প্রভাব: উন্নত জল ব্যবস্থাপনা, বর্ধিত শস্য নিবিড়তা, উন্নত বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়ের জন্য শক্তিশালী দুর্যোগ সহনশীলতার মাধ্যমে স্থানীয় কৃষিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি।
- নির্মাণ-পর্যায়ের প্রভাব: প্রত্যাশিত প্রতিকূল প্রভাবগুলি প্রধানত অস্থায়ী এবং স্থানীয়, যার মধ্যে রয়েছে শব্দ ও ধূলিকণা দূষণ, যান চলাচল বা স্থানীয় ব্যবসায়িক প্রবেশাধিকারের অস্থায়ী ব্যাঘাত, বৃক্ষ কর্তন এবং সম্ভাব্য ভূমি ক্ষয়।
- অবস্থানগত ঝুঁকি: কিছু উপপ্রকল্প চরম জলবায়ুগত ঘটনা, যেমন অতিরিক্ত বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের কারণে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে, যদিও তারা এই ঘটনাগুলি ঘটায় না।

• বাস্তুতান্ত্রিক প্রভাব: সংরক্ষিত এলাকার উপর প্রভাব ন্যূনতম, যদিও স্থান-নির্দিষ্ট মূল্যায়নে স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের উপর সম্ভাব্য প্রভাব পাওয়া গেছে, যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

কৃষিক্ষেত্রে সার ব্যবহারের প্রভাব

রাসায়নিক সার নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়ামের মতো অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং ফসলের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। তবে, এর অতিরিক্ত ব্যবহার মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যার মধ্যে রয়েছে মাটির অবক্ষয় (অম্লীকরণ, অণুজীবের কার্যকলাপ হ্রাস), পুষ্টি উপাদানের প্রবাহের মাধ্যমে জল দূষণ, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন এবং দীর্ঘমেয়াদী মাটির উর্বরতা হ্রাস।

এই প্রভাবগুলো প্রশমিত করার জন্য, জৈব সার ব্যবহার এবং মাটি পরীক্ষিত ও সুষম সার প্রয়োগের মতো টেকসই পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়।

কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশকের মাটি ও জলের উপর প্রভাব

কৃষি কীটনাশক উপকারী অণুজীবকে মেরে ফেলে এবং পুষ্টিচক্র ব্যাহত করার মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে অবনমিত করে, অন্যদিকে পৃষ্ঠপ্রবাহ এবং চুইয়ে পড়া জলের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের জল ও ভূগর্ভস্থ জল দূষিত করে, যা জলজ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করে। গ্লাইফোসেট সহ এই রাসায়নিক পদার্থগুলি মাটির উপরিভাগে জমা হয় এবং ক্ষয়ের মাধ্যমে জলাশয়ে পরিবাহিত হতে পারে, যার ফলে শৈবালের প্রাদুর্ভাব, অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়।

মাটি ও জলে কৃষি কীটনাশকের প্রভাব কমানোর জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (৩৮গ) বাস্তুবায়ন, বাফার জোন ব্যবহার, প্রয়োগের হার কমানো এবং পরিবেশগত সংস্পর্শ কমাতে জৈব প্রতিকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। প্রধান কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে কম বিপজ্জনক রাসায়নিক নির্বাচন করা, প্রয়োগের সময়কে সর্বোত্তম করা, আচ্ছাদনকারী ফসলের মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করা এবং জল ব্যবস্থায় পৃষ্ঠপ্রবাহ ও চুইয়ে পড়া কমাতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (ইএমপি) প্রশমন ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা:

সম্ভাব্য প্রভাবগুলো মোকাবেলার জন্য, প্রকল্পটি একটি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) বাস্তুবায়ন বাধ্যতামূলক করেছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- নির্মাণকাজ চলাকালীন নিয়মিত পানি ছিটিয়ে এবং শব্দরোধী প্রতিবন্ধক স্থাপনের মাধ্যমে ধুলো ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ।
- পানির গুণগত মান ব্যবস্থাপনা: নির্মাণ বর্জ্য এবং জ্বালানি নিঃসরণ থেকে জলাশয়গুলোকে রক্ষা করা।
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা: কর্মীদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রোটোকল বাস্তুবায়ন করা।
- জনসম্পৃক্ততা: টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওঅ্যান্ডএম) নিশ্চিত করতে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলোকে (ডব্লিউএমসিএ) শক্তিশালী করা।

- ক্ষতিপূরণমূলক বৃক্ষরোপণ: অবকাঠামো উন্নয়নের সময় কেটে ফেলা যেকোনো গাছের পরিবর্তে নতুন গাছ লাগানো।

কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য মাঠ পর্যায়ে (এলজিইডি উপজেলা ও জেলা কার্যালয়) এবং সদর দপ্তর উভয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা প্রয়োজন। এলজিইডি-র পরিবেশ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সকল উপ-প্রকল্প জুড়ে মানসম্মত করা উচিত এবং পরিবেশগত নিয়মকানুন মেনে চলার বিষয়টিকে নির্মাণ কাজের গুণমানের মতোই সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এলজিইডি নিশ্চিত করবে যে নির্মাণ চলাকালীন টেন্ডার ডকুমেন্টে থাকা ইএমপি এবং পরিবেশগত ধারাগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়। নির্মাণ-পরবর্তী পরিবেশগত দায়িত্ব, যেমন—বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষের পরিচর্যা এবং ঢাল সুরক্ষার জন্য ঘাস লাগানো, সেগুলোও বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ করা হবে, কারণ এগুলো দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

প্রধান ইএমপি পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- পরিবেশগত সম্মতি পর্যবেক্ষণ: নির্মাণ কাজের প্রভাবের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ)-তে বর্ণিত প্রশমন ব্যবস্থাগুলোর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা।
 - সাইট পরিদর্শন ও প্রতিবেদন: ঠিকাদাররা যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের মতো পরিবেশগত সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলো মেনে চলছে কিনা, তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত সাইট পরিদর্শন করা এবং পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করা।
 - নিরাপত্তা ও ঝুঁকি প্রশমন: কর্মীদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং নির্মাণকাজ চলাকালীন, বিশেষ করে বাঁধ নির্মাণ ও পানি ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
 - অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএম): পরিবেশগত বা সামাজিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণের অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধানের জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে জিআরএম পরিচালনা করা।
 - পানির গুণমান ও পরিবেশগত ভিত্তিস্তর পর্যবেক্ষণ: পানি সম্পদের উপর প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং বিশেষ করে জলাশয়ের কাছাকাছি পুনঃখনন বা নতুন নির্মাণের ক্ষেত্রে, জলবিজ্ঞানগত, ভূ-আকৃতিগত এবং পরিবেশগত অবস্থা বজায় রাখা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
 - প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ: পরিবেশগত প্রশমন পরিকল্পনাগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করার কাজে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগকে (এলজিইডি) সহায়তা করার জন্য চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান/এনজিও-কে সম্পৃক্ত করা।
- এই কার্যক্রমগুলো জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ।

পরিবেশগত সুবিধা:

- জলের গুণগত মানের উন্নতি: পলি, সার এবং দূষণকারী পদার্থের প্রবাহ হ্রাস পায়।

- জল ও শক্তি সাশ্রয়: ড্রিপ ইরিগেশনের মতো দক্ষ ব্যবস্থা জলের ব্যবহার এবং পাম্প করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়, ফলে কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস পায়।
- জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি: সবুজ অবকাঠামোর মাধ্যমে আবাসস্থল তৈরি হয়।
- বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ: জল সংরক্ষণ করলে প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় আরও বেশি জল থাকে, যা জলাভূমি এবং জলজ আবাসস্থলকে সহায়তা করে।
- জলবায়ু সহনশীলতা: ভবিষ্যতের চরম জলবায়ু পরিস্থিতির জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থা।
- সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস: উন্নত ব্যবস্থাপনার ফলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির খরচ কমে যায়।
- মাটির স্বাস্থ্য: অতিরিক্ত জল কমে যাওয়ায় জলাবদ্ধতা, মাটির ক্ষয় এবং লবণাক্ততা প্রতিরোধ হয়, যা মাটির উর্বরতা এবং গঠন বজায় রাখে।
- খরা/বন্যার প্রভাব হ্রাস: উন্নত ব্যবস্থাপনা চরম আবহাওয়ার বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে।

প্রকল্পের সামগ্রিক সুবিধাসমূহ:

- (১) বন্যার সময়কাল হ্রাস, (২) বন্যার গভীরতা হ্রাস, (৩) জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, (৪) সেচের জন্য জল সরবরাহ বৃদ্ধি, (৫) মৎস্য চাষের জন্য জল সরবরাহ বৃদ্ধি, (৬) সেচ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি, (৭) নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, (৮) জল সংরক্ষণ, (৯) লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, (১০) স্থানীয় নৌচলাচল সুবিধা বৃদ্ধি, (১১) সেচের জন্য জোয়ারের জল বৃদ্ধি, (১২) গার্হস্থ্য প্রয়োজনে জল সরবরাহ বৃদ্ধি, (১৩) সেচকৃত এলাকার বৃদ্ধি, (১৪) সেচকৃত এলাকার উন্নয়ন, (১৫) বন্যা ব্যবস্থাপনা, এবং (১৬) জোয়ারের জলে সেচ

প্রকল্পের প্রধান ফলাফলসমূহ:

১৫০টি নতুন উপপ্রকল্পের উন্নয়ন এবং ২৩১টি বিদ্যমান উপপ্রকল্পের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, যা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো প্রদান করেছে:

- ২২০,০০০ হেক্টরের বেশি জমিতে শস্যের নিবিড়তা এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- ৮৭,০০০ হেক্টরের বেশি জমিতে বন্যার ঝুঁকি হ্রাস।
- ২৩০,০০০ পরিবার (উপপ্রকল্প এলাকার ৩৮০,০০০ পরিবারের ৬০%, যার মধ্যে ৪৫,০০০ ভূমিহীন/ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার অন্তর্ভুক্ত) কৃষি ও মৎস্য চাষের জন্য উন্নততর পানি প্রাপ্তির সুযোগ পেয়েছে।
- ৫৭,০০০ পরিবার (মোট সুবিধাভোগী পরিবারের ১৫%) বাজারে উন্নততর ভৌত প্রবেশাধিকার পেয়েছে।
- আয়বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ৩০,০০০ নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।